4. শার্দূলশকটম্ এর বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করো।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য জগতে বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য এক যশস্বী বিদ্যান, চিন্তন, কেবলমাত্র সংস্কৃতে নয়, ইংরেজী, বাংলা ভাষাতেও কাব্য রচনা করেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত তার নাটকগুলির মধ্যে একটি অন্যতম প্রকরন হল শার্দূলসকটম, এই প্রকরনে পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে।

বিষয়বস্তু :-

প্রথম অঙ্ক :-

প্রকরনের প্রারম্ভে সূত্রধার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং মঙ্গলাচরনের পর সামাজিক গনের উদ্দেশ্য শার্দূলসকটম

অভিনীত হয়, তারকম সূচনা প্রদান করেন, কারো নিরত শ্রমিকদের স্লোগান-

বিপ্লবের জয় হোক, শ্রমিকদের প্রচেস্টার জয় হোক ইত্যাদি বচনের মধ্য দিয়ে এই প্রকরণের আরম্ভ হয়েছে, শ্রমিক নেতা দিবাকর ও তার অন্য সহকর্মীদের কথোপকথনের কারন জানা যায়, মিল মালিক এবং বড়ো কর্মচারীরা নিজেদের অধীনস্ত নিম্ন বর্গের কর্মচারীদের দিয়ে অধিক কাজ করিয়ে নেয়, কিন্তু পরিমানে কার্যতুল্য বেতন বা পারিশ্রমিক দেন না, এখানে নাট্যকার সমাজে ধনী ও দরিদ্রের শোষন প্রভৃতি বিষয়কে বিশেষভাবে জন সমাজে তুলে ধরার চেস্টা করেছেন, শ্রমিকদের একক ভাবে নয় সম্মিলিতভাবে বিরোধ করার কথা এখানে বলা হয়েছে, বিরোধের সফলতার শ্রমিকরা দিবা রাত্রি প্রযত্নশীল, তারা কোনো প্রকার লোভের বশবর্তী হয় না, নিজেদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তারা শ্রমিকদের জয় গান করে,

দ্বিতীয় অঙ্ক :

শ্রমিকদের বেতন হ্রাসের কারনে বিরোধের কথা বাস ডিপো এর মালিক এর কাছে পৌছায়, তারা সেই উত্তেজিত শ্রমিকদের উচ্চ পদাধিকারী আদি সুদের কাছে পৌছে দেন, অর্থাৎ তাকে উক্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত করেন, সর্বাদক্ষ নিজের অধিনস্ত কর্মচারীদের যথা সম্ভব সকল দিক থেকে সাহায্য করেন, তার এই সৌজন্য পূর্ব ব্যবহারে এবং দাবি পূরন করার আশ্বাসে কর্মচারিরা তার প্রশংসা করেন, নিজ নিজ কাজে ফিরে যান, কর্মচারিরা বাসের নামকরন বিষয়ে বহু নিন্দা প্রশংসার চর্চা করেন, কিন্তু নামকরন বিষয়ে সর্বাদক্ষের বিদ্যা এবং তার কাব্য রচনার প্রবিত্তির কথা সামাজিক গন জানতে পারেন, অমৃত নামক শ্রমিক নেতা আয় বৃদ্ধির দ্বারা শ্রমিকদের মঙ্গলের কথা বলেন, বাসের শুল্ক বৃদ্ধির কথায় সর্বাদক্ষের দ্বারাই এই বিষয়ে চর্চা করার কথা ~~সবাই~~ বলে সবাই নিজ নিজ কাজে প্রস্থান করেন,

তৃতীয় অঙ্ক :

তৃতীয় অঙ্কের আরম্ভে পৌর কার্যালয়ের দৃশ্য রঙ্গমঞ্চে দেখানো হয়েছে, স কার্যভারে ব্যস্ত সর্বাধিক্ষ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন, কলিকাতা পরিবহন সংস্থার সাথে দুর্গাপুর ও উত্তরবঙ্গে সংস্থার দায়িত্বও রাজ্যপাল কর্তৃক তার স্কন্ধে ন্যস্ত

করা হয়েছে, সেই গুরুতর দায়িত্বভার পালনের জন্য তিনি দিবারাত্র চেষ্টা করেন. পরিবহন সংস্থার উন্নতির সাথে সাথে রাত্রিকালীন বাস সার্ভিসের আরম্ভের কথা বলেন, আর তার উদ্বোধন রাজধানী কলকাতাতে রাজ্যপালের দ্বারা হবে, একথা তিনি বলেন সেই লীলা কাঞ্চন মহাশয়ের কর্মচারিদের সহযোগিতা না পাওয়ার কথা শোনা যায়, সেই মুহূর্তে দুর্গাপুরের শ্রমিকদের দ্বারা কৃত বিরোধের সংবাদ পান, কিন্তু অত্যন্ত চতুরতার সাথে শ্রমিকদের ক্রোধকে প্রশমিত করে, অতিরিক্ত কার্যের বেতন, কর্মচারিদের ভবিষ্যনিধি, বেতনবৃদ্ধি, অন্যান্য দাবিগুলি যথাসম্ভব পূরণ করার আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন কে সমাপ্ত করে তাদের নিজ নিজ কার্যে পাঠাতে সফল হন, নিজের অসীমিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে চারিত্রিক বলের দ্বারা সকল বিপদকে দূর করিয়ে তিনি জয়ী হন,

চতুর্থ অঙ্ক :-

রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত রত্নাকর ও ইন্দুনীলের আন্দোলনের চিত্র ভানু শহীদ হয়েছেন, তার পরিবার অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে জীবন চালাচ্ছে, চিত্রভানুর স্ত্রীর চাকুরীর খুব প্রয়োজন কিন্তু সংস্থার আর্থীক দুরাবস্থার কারণে নূতন করে কর্মীনিয়োগের পদ খালি নেই, অনেক গাড়ি অচল হওয়ার কারণে কর্মচারীদের কাছ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে; তাদের জীবন নির্বাহের বিকট সমস্যার উপস্থিত হয়েছে, অমৃত নামক এক কর্মচারীর পুত্রের শিক্ষাচর্চা বিষয়ে রত্নাকর বলেন প্রতিভা গরিবের গৃহতেও জন্ম নিতে পারে

"প্রতিভা ন দীন সদনেষপি জায়তে"

এটা সত্য যে দরিদ্রতার কারণে অমৃত নিজের পুত্রকে পড়ানোর জন্য সুব্যবস্থা করতে পারেনি, তবুও তার ছেলে শ্রেণীতে প্রথম হয়, শ্রমিকদের দিনতা, দুর্বস্থা, দুঃখ পরিহারের জন্য মদ্যপান, মদ্যপানের দোষ, আর শেষে মদছাড়ার বিচারের সাথে সংঘের স্মরণে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত হয়,

পঞ্চম অঙ্ক :-

এই অঙ্কের প্রারম্ভ চালোনাধীকারি নির্মাল্যের রঙ্গমঞ্চের প্রবেশের দ্বারা হয়, যে পুলিশদের দ্বারা শ্রমিক এবং কর্মচারীদের প্রতিকরা দুর্ব্যবহারের চর্চা করে, ঘোষ ও অমিতাভের সঙ্গে করে, রাষ্ট্রপতি শাসনের কারণে পুলিশ নিজেদের নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করেন তারা বিনা টিকিটে

বাসে ভ্রমণ করতে চান, বাধা দিলে কর্মচারীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন, নিজেদের অধিকার প্রাপ্তির কথা এমনকি উচ্চপদাধিকারিদের কাছে পৌঁছানোর পরও কোনো কাজ না হওয়ার কারণে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য মনস্থির করেন, তার তখনই সর্বাধিকর্তা উপস্থিত হন, তিনি কলিকাতা, দুর্গাপুর, উত্তরবঙ্গের পরিবহন, সংস্থার নিয়ন্ত্রক ছিলেন, তিনি রাজ্য সচীবের সাথে কথা বলে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করেন, কিন্তু এই বিজয়ের শ্রেয় সর্বাধিকর্তা নিজে না নিয়ে সংস্থা এবং সেখানকার কর্মচারীদের দেন, এবং বলেন-

"সংস্থা কর্মীনাং জয় এব মম বিজয়"

আধুনিক নাট্যকার বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য বিরচিত শার্দূলশকটম এবং অভিনব প্রকরণ, এই প্রকরণে নাট্যকার সরল শব্দ ও প্রচলিত ছন্দের সঙ্গে কিছু ক্লিষ্ট শব্দ ও প্রচলিত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন, প্রতিটি অঙ্কের প্রবেশকের সন্নিবেশ প্রকরণ টিকে অভিনব করে তুলেছেন,